॥ তবলার বিভিন্ন ঘরাণা ॥

প্রত্যেক গায়ক বা বাদক নিজ নিজ স্বভাব শিক্ষা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রত্যেকের গান বা বাজনায় তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্বের কিছু না কিছু প্রভাব পড়ে। শিল্পী বিশেষ প্রতিভাবান হইলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁহার গায়ন বা বাদনে একটি বিশেষ রীতি বা ঢঙ্ গড়িয়া উঠে। পরে তাঁহার শিষ্য পরম্পরায় ঐ বিশেষ রীতি বা ঢঙ্ সকলের পরিচিত হইয়া উঠে। কারণ শিষ্য গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিবার সময় গুরুকে অনুকরণ করে এবং গুরুর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত্ হইয়া পড়ে। এইরূপে গুরু এবং শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে একটি বিশেষ রীতি বা ঢঙ্-এর শৃঙ্খল রচিত হয়। এই শৃঙ্খলকে সঙ্গীতের পরিভাষায় বলা হয় **ঘরাণা**।

তবলার উৎপত্তি যেভাবেই হউক না কেন, আমাদের দেশে প্রথম প্রখ্যাত তবলিয়া হিসাবে যাঁহার নাম সকলে একবাক্যে উচ্চারণ করেন তিনি হইলেন দিল্লীর সুধার খাঁ বা সিধার খাঁ। সুধার খাঁ প্রবর্তিত বাদনরীতি তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য মাধ্যমে বিস্তৃত হয় এবং কালক্রমে বিভিন্ন প্রকার ঘরাণার জন্ম দেয়। বর্তমানে ছয়টি ঘরাণার প্রচলন দেখা যায়। এই ছয়টি ঘরাণা হইল– [১] দিল্লী ঘরাণা, [২] লখ্নৌ ঘরাণা, [৩] ফরুখাবাদ ঘরাণা [৪] বেনারস ঘরাণা, [৫] অজরাড়া ঘরাণা, [৬] পাঞ্জাব ঘরাণা।

॥ *দিল্লী ঘরাণা* ॥

উস্তাদ সিধার খাঁকে দিল্লী ঘরাণার স্রষ্টা বলা হয়। সিধার খাঁর তিন পুত্র—বুগরা খাঁ, ঘসীট খাঁ, অপরজনের নাম অজ্ঞাত। বুগরা খাঁর দুই পুত্র সিতাব খাঁ এবং গুলাব খাঁ উভয়েই সুদক্ষ তবলাবাদক ছিলেন। সিতাব খাঁর পুত্র নজীর আলী এবং নজীর আলীর পুত্র বড় কালে খাঁ তবলাবাদক হিসাবে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বড় কালে খাঁর পুত্র বোলী বক্স বোম্বাইতে বাস করিতেন। এই বোলী বক্সের পুত্র হইলেন দিল্লী ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ তবলিয়া উস্তাদ নথথু খাঁ সাহেব। প্রখ্যাত তবলাবাদক মুনীর খাঁ ছিলেন বোলী বক্সের শিষ্য। মুনীর খাঁর শিষ্য ভারতের বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া উস্তাদ আহমেদজান থিরকুয়া। উস্তাদ অমীর হুসেন খাঁ, গুলাম হুসেন খাঁ এবং শ্যামসুদ্দীন খাঁও উস্তাদ মুনীর খাঁর শিষ্য। উস্তাদ নথ্থু খাঁর শিষ্য হইলেন মীরাটের প্রসিদ্ধ তবলিয়া হবীবুদ্দীন খাঁ। প্রসিদ্ধ তবলিয়া নিখিলঘোষ উস্তাদ মুনীর খাঁর শিষ্য।

বুগরা খাঁর দ্বিতীয় পুত্র গুলাব খাঁর পুত্র মুহম্মদ খাঁ পিতার খ্যাতি সংরক্ষণ করেন। মুহম্মদ খাঁর পুত্র হইলেন প্রসিদ্ধ তবলাবাদক ছোট কালে খাঁ সাহেব। ছোট কালে খাঁর পুত্র গামে খাঁ এবং গামে খাঁর পুত্র ইনাম আলি দিল্লী ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ ধারক ও বাহক।

IND CamScanner App

উস্তাদ সিধার খাঁর অপর পুত্র ঘসীট খাঁ ও তাঁহার বংশ পরম্পরা বিষয়ে বি কিছু জানা যায় না। কিন্তু সিধার খাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম জানা না গেলেও তাঁ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা হইলেন সিধার খাঁর পৌত্র মক্কু খাঁ, মোদু এবং বখসু খাঁ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে মোদু খাঁ এবং বখসু খাঁ লখ্‌নৌ-এর নবা আমন্ত্রণে লখ্‌নৌ নিবাসী হন। ইঁহাদের দ্বারা দিল্লী ঘরাণা লখ্‌নৌতে প্রসারিত এবং কালক্রমে লখ্‌নৌ ঘরাণার জন্ম দেয়।

সিধার খাঁর ছোট ভাই ছিলেন উস্তাদ চাঁদ খাঁ। চাঁদ খাঁর পুত্র ছিলেন লিল্লী মসী খাঁ। উস্তাদ লংড়ে হুসেন বকস ছিলেন চাঁদ খাঁর পৌত্র। হুসেন বক্সের দুই পুত্র নন্‌ খাঁ এবং ঘসীট খাঁ উত্তম তবলাবাদক ছিলেন। উস্তাদ নন্‌হে খাঁ ১৯৪০ খ্রীষ্টা বোম্বাইতে পরলোক গমন করেন। নন্‌হে খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন উস্তাদ জুগনা খাঁ জুগনা খাঁর শিষ্য হইলেন মহবুব খাঁ সাহেব মীরজকর। শ্রীগোড়ওয়ালে ইঁহারই শিষ্য সিধার খাঁর শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান তিনজন হইলেন রোশন খাঁ, কল্লু খাঁ ও তুল্লন খাঁ নিম্নে দিল্লী ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল—

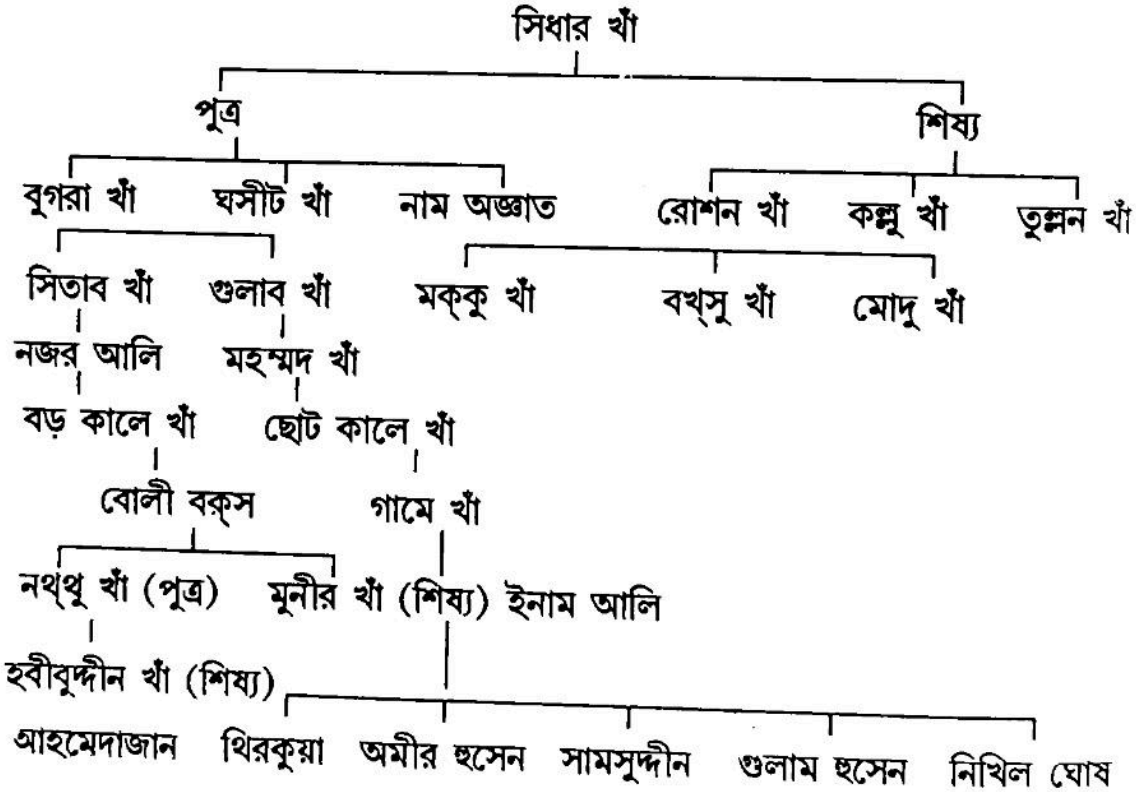

IND CamScanner App

॥ লখ্‌নৌ ঘরাণা ॥

দিল্লী ঘরাণার জনক উস্তাদ সিধার খাঁর পৌত্র মোদু খাঁ এবং বখসু খাঁ লখ্‌নৌ নিবাসী হন। ইঁহাদেরই বংশজাত উস্তাদ মম্‌মু খাঁকে লখনৌ ঘরাণার গুরু বলা হয়। নৃত্যের সহিত সঙ্গত করিবার প্রয়োজনে দিল্লী ঘরাণার বাদনশৈলীতে কিছু পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। তদুপরি পাখোয়াজের কিছু বাদনশৈলী গ্রহণ করায় এক নূতন বাদনশৈলী উদ্ভূত হয়। ইহাকেই বলা হয় লখ্‌নৌ ঘরাণা। মম্‌মু খাঁর পুত্র উস্তাদ মহম্মদ খাঁ প্রসিদ্ধ তবলিয়া ছিলেন। মহম্মদ খাঁর দুই পুত্র মুন্নে খাঁ এবং আবিদ হুসেন খাঁও প্রখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন।

মুন্নে খাঁর পুত্র উস্তাদ ওয়াজিদ হুসেন খাঁ বর্তমানকালের লখ্‌নৌ ঘরাণার গুরু হিসাবে স্বীকৃত হন। ইনি প্রায়ই কলিকাতায় বাস করেন। আবিদ হুসেন খাঁর শিষ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত বীরু মিশ্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক হীরু গাঙ্গুলী এবং ইন্দোরের প্রখ্যাত তবলিয়া উস্তাদ জাহাঙ্গীর খাঁ ইঁহাদের শিষ্য। ওয়াজিদ হুসেন খাঁর পুত্র অফাক হুসেন খাঁ একজন নামকরা তবলিয়া। নিম্নে লখ্‌নৌ ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল—

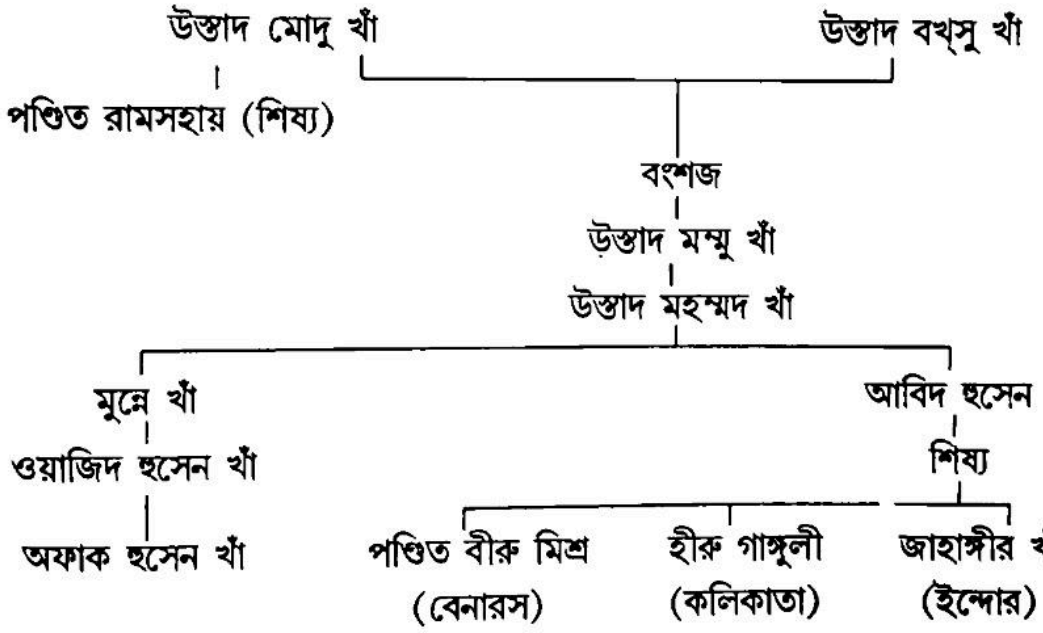

IND CamScanner App

॥ ফরুখাবাদ ঘরাণা ॥

ফরুখাবাদ ঘরাণা পূরব ঘরাণার অন্তর্গত। এই ঘরাণার সর্বপ্রথম তবলাবাদক হইলেন উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ লখ্‌নৌ ঘরাণার আদি পুরুষ উস্তাদ বখ্‌সু খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। শোনা যায় যে উস্তাদ বখসু খাঁ কন্যার বিবাহের যৌতুক হিসাবে জামাতাকে বারোটি কায়দা উপহার দান করেন। বিলায়েৎ হুসেন খাঁ ঐ বারোটি কায়দাকে আয়ত্ত করেন এবং কালক্রমে এক নূতন বাদনশৈলী প্রবর্তন করেন। বিলায়েৎ খাঁর শিষ্যগণের মধ্যে উস্তাদ সলারী খাঁ, ইমাম্ বখ্‌সু খাঁ, ছুন্নু খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, হাজী খাঁ সাহেব নামে পরবর্তীকালে পরিচিত হন। তাঁহার পুত্র উস্তাদ হুসেন আলি খাঁ প্রখ্যাত তবলিয়া মুনীর খাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। মুনীর খাঁর শিষ্যগণের মধ্যে উস্তাদ আহমেদজান থিরকুয়া এবং গোলাম রসুলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উস্তাদ আহমেদজান থিরকুয়া মোরাদাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দীর্ঘকাল রায়পুর রাজদরবারের আশ্রয়ে বাস করেন। পরে লখ্‌নৌ আসিয়া ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে তবলাশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন।

উস্তাদ হুসেন আলি খাঁর বংশে উস্তাদ ননহে খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। নন্‌হে খাঁর পুত্র উস্তাদ মসীত খাঁ এবং মসীত খাঁর পুত্র উস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ আমাদের সবিশেষ পরিচিত। গানের সহিত সঙ্গতকারী তবলিয়া হিসাবে উস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ এক অনন্য সাধারণ জনপ্রিয় তবলা শিল্পী। ফরুখাবাদ ঘরাণার বংশপীঠিকা--

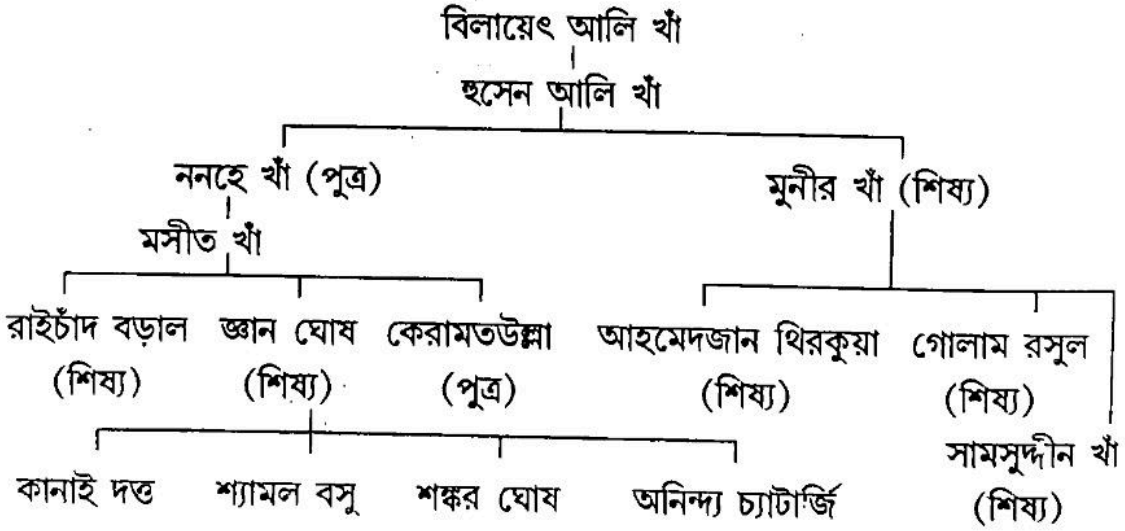

IND CamScanner App

।। বেনারস ঘরাণা ।।

বেনারস ঘরাণা লখ্‌নৌ ঘরাণারই একটি শাখা। বারাণসীর সর্বপ্রথম তবলাবাদক পণ্ডিত রামসহায় লখ্‌নৌ এর উস্তাদ মোদু খাঁর শিষ্য ছিলেন। পণ্ডিতজী ১২ বৎসর কাল লখ্‌নৌতে বাস করিয়া তবলাবাদন শিক্ষা করেন এবং নবাব ওয়াজিদ আলির দরবারে খ্যাতি লাভ করেন। তাহার পর পণ্ডিতজী বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এক নূতন ঘরাণা প্রচলিত হয়। রামসহায়ের ভ্রাতা গৌরী সহায়ের পুত্র পণ্ডিত ভৈরব সহায় এবং পৌত্র বলদেব সহায় ও প্রপৌত্র পণ্ডিত দুর্গা সহায় প্রখ্যাত তবলিয়া ছিলেন। দেশ প্রসিদ্ধ প্রবীণ তবলাবাদক পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ পণ্ডিত বলদেব সহায়ের শিষ্য। কণ্ঠে মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র কিষণ মহারাজ বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক।

পণ্ডিত রামসহায়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন পাঁচজন—জানকী সহায়, রামশরণ, ভৈরব সহায়, ভগৎজী এবং পরতপ্পু। জানকী সহায় পণ্ডিত রামসহায়ের ভ্রাতা ছিলেন। জানকী সহায়ের শিষ্য ছিলেন গোকুল এবং বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের শিষ্য ছিলেন ভগবানজী এবং ভগবানজীর পুত্র পণ্ডিত বীরু মিশ্রও বিশ্বনাথের শিষ্য ছিলেন। রামশরণজীর পুত্র দুর্গা এবং দুর্গার পুত্র বিক্কু মহারাজ এবং পৌত্র গামা মিশ্র তবলাবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ভগৎজীর শিষ্যগণের মধ্যে ভৈরবজী এবং ভৈরবজীর শিষ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত মৌলবীরামের নাম সুপ্রসিদ্ধ।

বলদেব সহায়ের পুত্র দুর্গা সহায় তথা সুরদাস নন্নুজীর শিষ্য হইলেন পণ্ডিত শ্যামলাল এবং শ্যামলালের শিষ্য হইলেন এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক প্রোফেসর লালজী শ্রীবাস্তব। ইনি প্রথমে উস্তাদ ইউসুফ খাঁ, পরে পণ্ডিত শ্যামলাল এবং তাহার পর জয়পুরের বিখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত জিয়ালালের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ঠেকা বাজাইতে পণ্ডিত শ্রীবাস্তব বিশেষরূপেই দক্ষ। (প্রতাপ) পরতপ্পুর পুত্র জগন্নাথ এবং জগন্নাথের পুত্র পণ্ডিত বাচা মিশ্র এদেশে বিশেষ পরিচিত কলাবিৎ। বাচা মিশ্রের পুত্র পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের নাম বর্তমানে সকলেই জানেন। বেনারস ঘরাণার আর একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী হইলেন পণ্ডিত আনোখেলাল। "না ধি ধি না" এবং ধির্ ধির্" বাজাইতে ইঁহার দক্ষতা প্রশংসাতীত। আনোখেলাল হইলেন পণ্ডিত ভৈরব মিশ্রের শিষ্য। পরপৃষ্ঠায় বেনারস ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল—

IND CamScanner App

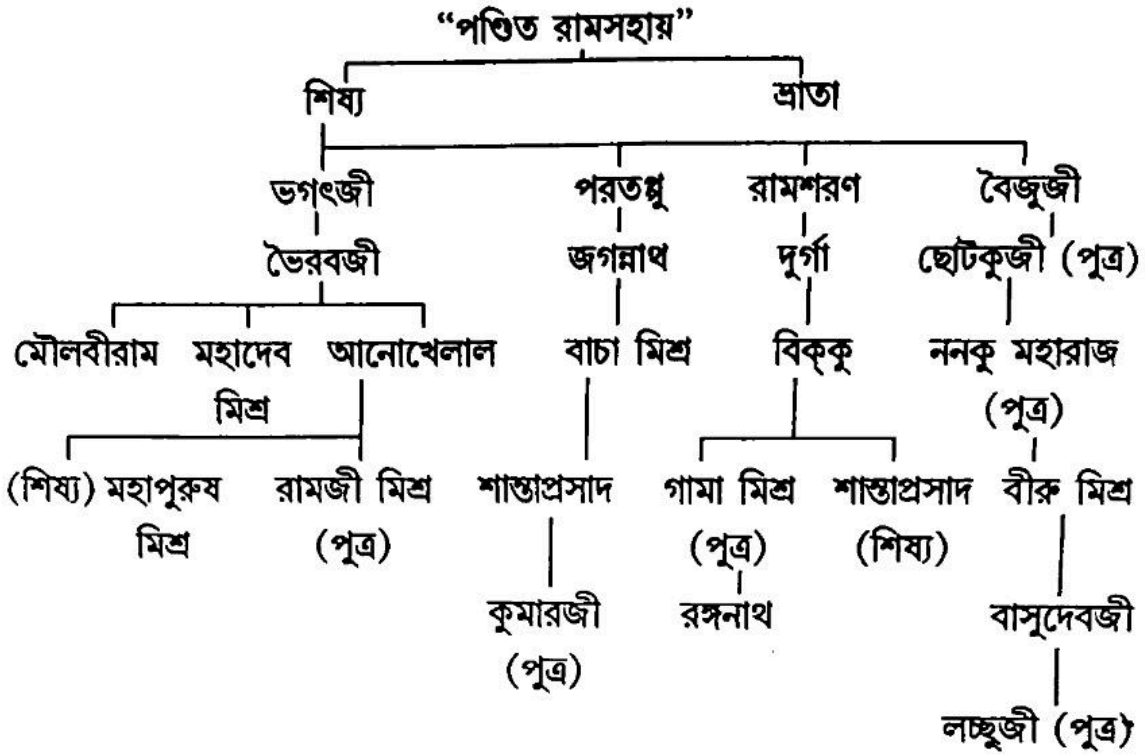

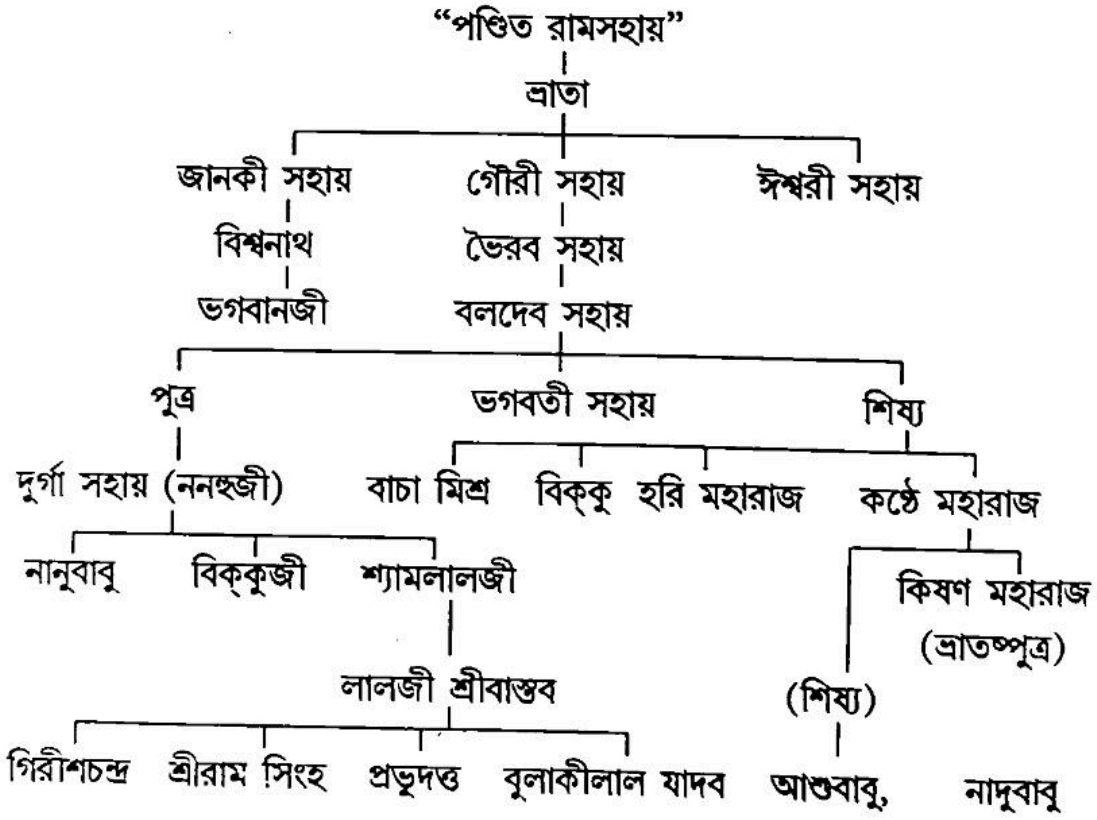

IND CamScanner App

॥ অজরাড়া ঘরাণা ॥

মীরাট জেলার অন্তর্গত অজরাড়া গ্রাম নিবাসী কল্লু খাঁ এবং মীরু খাঁ নামে দুই ভাই দিল্লী ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ সীতাব খাঁর শিষ্য ছিলেন। এই দুই ভাই দিল্লী ঘরাণার বাদনশৈলীকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া এক নূতন প্রকার বাদনরীতি প্রবর্তন করেন। কল্লু খাঁ ও মীরু খাঁর স্বগ্রাম অজরাড়ার নামে এই নূতন বাদনরীতি অজরাড়া ঘরাণা নামে পরিচিত হয়।

অজরাড়া ঘরাণার অন্যতম প্রসিদ্ধ তবলিয়া ছিলেন উস্তাদ মোহম্মদী বখ্‌স। তাঁহার পুত্র চাঁদ খাঁ এবং পৌত্র কালে খাঁও উত্তম তবলাবাদক ছিলেন। কালে খাঁর পুত্র হস্‌সু খাঁ এবং পৌত্র শম্মু খাঁও প্রসিদ্ধ তবলাবাদক ছিলেন। এই ঘরাণার অপর প্রসিদ্ধ তবলাবাদক হবীবুদ্দীন খাঁ ছিলেন শম্মু খাঁর পুত্র এবং উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ ছিলেন শম্মু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। উস্তাদ আবদুল করিমের শিষ্য হইলেন আগ্রার প্রসিদ্ধ তবলিয়া পণ্ডিত শ্রীধরজী এবং উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁর শিষ্য হইলেন বরোদার প্রখ্যাত তবলাবাদক সুধীর কুমার। নিম্নে অজরাড়া ঘরাণার বংশপীঠিকা দেওয়া হইল—

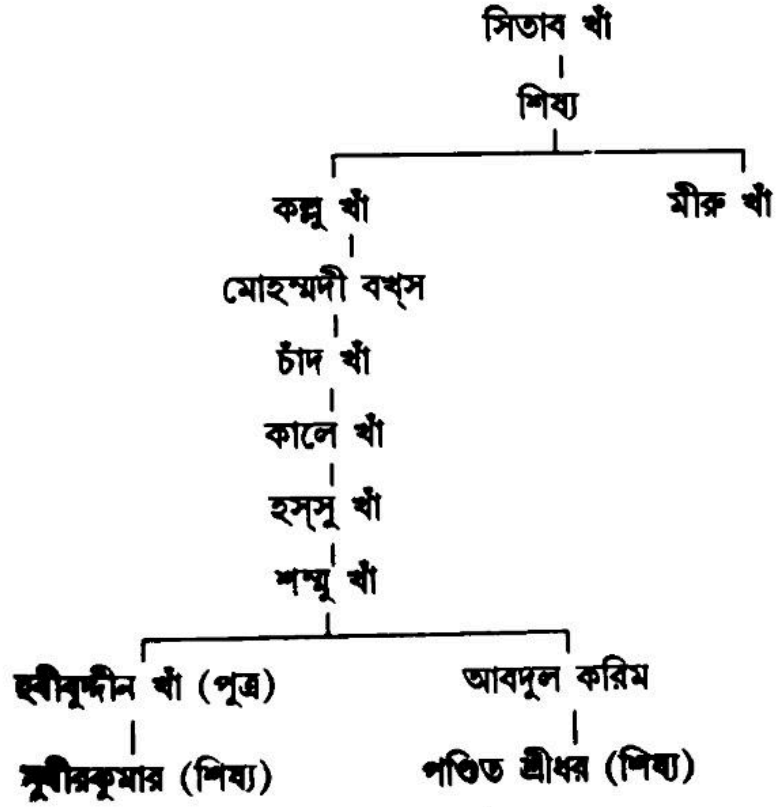

IND CamScanner App

॥ পাঞ্জাব ঘরাণা ॥

লখ্‌নৌ, ফরুখাবাদ, বেনারস এবং অজরাড়া ঘরাণা মূলতঃ দিল্লী ঘরাণা হইতে উদ্ভুত। কিন্তু পাঞ্জাব ঘরাণা এক স্বয়ং স্বতন্ত্র ঘরাণা, ইহার উপর দিল্লী ঘরাণার কোন প্রভাব নাই। পাঞ্জাব ঘরাণার বাদকেরা পাখোয়াজের খোলা বোলকে বন্ধ বোলের মত করিয়া তবলায় বাজাইয়া থাকেন এবং এই প্রকার বাদনরীতিই এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। হুসেন বখ্‌স এবং তাঁহার পুত্র উস্তাদ ফকির বখ্‌স তালবাদ্য বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ফকির বখ্‌সের পুত্র উস্তাদ কাদির বখ্‌স এবং শিষ্য করম ইলাহী ও মলন খাঁ উত্তম তবলাবাদক হইয়া উঠেন। বোম্বাই নিবাসী উস্তাদ আল্লারাখা উস্তাদ কাদির বখ্‌সের শিষ্য। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় আল্লারাখার জন্ম হয়। তাল এবং লয়কারীর উপর আল্লারাখার অধিকার অবিসংবাদিত। পাঞ্জাব ঘরাণার বংশপীঠিকা এইরূপ—

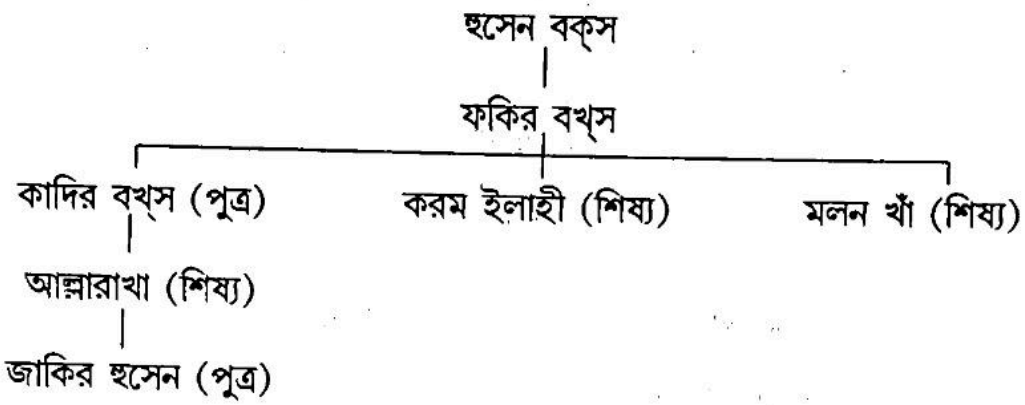

॥ তবলার বিভিন্ন বাজ ॥

বাজ কথাটির অর্থ হইল বাদনরীতি অর্থাৎ বাজাইবার পদ্ধতি বা কৌশল। তবলার ঘরাণা ছয়টি হইলেও বাজ হইল চারিটি—**দিল্লী বাজ, অজরাড়া বাজ, পূরব বাজ (লক্ষ্ণৌ বেনারস, ফরুখাবাদ)** ও **পাঞ্জাব বাজ**। লক্ষ্ণৌ, বেনারস ও ফরুখাবাদ এই তিনটি ঘরাণা হইলেও ইহাদের বাজ একটিই পূরব বাজ। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন বাজের পরিচয় দেওয়া হইল।

॥ দিল্লী বাজ ॥

দিল্লী বাজে তর্জনী ও মধ্যমা এই দুইটি অঙ্গুলির কাজ খুব বেশী হয়। তবলার কিনারায় চাঁটি এবং স্যাহীর উপর অধিকতর বোল বাজান হয় বলিয়া এই

IND CamScanner App